সমকাল

তারিখ 15 MAY 2014
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১-৩

ছাত্ররাজনীতি কলুষমুক্ত হোক

মো. ফারুক মণ্ডল

বর্তমান ছাত্ররাজনীতির নামে যা হচ্ছে একে ছাত্ররাজনীতি বলা যায় না। একে তো শিক্ষাঙ্গনে এর ফলে হানাহানি হচ্ছে, শিক্ষার্থী মারা যাচ্ছে, তার ওপর সম্প্রতি দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের অপহরণের মতো ঘটনায় জড়িত থাকার দায়ে গ্রেফতার ও বহিষ্কারের খবর দেখেছি। আমরা জানি, আমাদের ছাত্ররাজনীতি কখনও এ রকম ছিল না। যেখানে স্বাধীনতার গর্ভ সঞ্চরণের বীজটি আমাদের ছাত্ররা নিজের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে একুশের পলাশরাঙা বুকে ঘটিয়েছিল একটি বায়ান্ন। '৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলনে কেউ কি ছাত্রদের অংশীদারিত্ব অস্বীকার করতে পারবে? না, এ কথা আমাদের জাতীয় মানসে সবাই গর্বের সঙ্গে স্বীকার করে। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান যার মাধ্যমে আমরা একটি জাতিরাষ্ট্রের দিকে ধাবিত হয়েছিলাম, সর্বোপরি '৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম; যার মাধ্যমে আমরা একটি ভাষাভিত্তিক আধুনিক জাতিরাষ্ট্র পেয়েছি, যা আধুনিক যূথবদ্ধতার ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা বটে। ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে, স্বাধীনতা-উত্তর স্বৈরাচারী আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের স্বপ্ন দেখেছিলাম। সর্বশেষ ১/১১-এর সময়ে রাজনৈতিক দলগুলো যখন নিজের খোলসবন্দি করে রেখেছিল তখনও ছাত্ররাই দেশব্যাপী একটি সফল আন্দোলন করেছিল।

আজ তাহলে কোন নষ্ট শক্তি ছাত্ররাজনীতিকে তার প্রয়োজনমাফিক চালিত করছে? যার বলে ছাত্ররাজনীতির নামে ডাইনিং, ক্যান্টিনে ফাও খাওয়া, বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন দোকান থেকে চাঁদাবাজি করা, সাধারণ ছাত্রদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করা, সর্বোপরি ক্যাম্পাসে ত্রাসের রাজনীতি চালু করছে। স্বাধীনতার আগে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যায়তনে পাকিস্তানি শাসকরা তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এ ধরনের কর্মকাণ্ডে আশকারা দেয়। স্বাধীনতা-উত্তর এই ধারা অনেকাংশে ঢুকে যায়; তবে একেবারে যে শেষ হয়ে যায় তা নয়। আশির দশকে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোতে এই দুর্বৃত্তায়ন নীতি যেন খানিকটা জোরেশোরে নিজেকে জানান দেয় এবং তার সর্বোচ্চ বিস্তৃতি ঘটে '৯০-পরবর্তী সময়ে। এ থেকে আমাদের পরিত্রাণের উপায় কী? সংস্কৃতি সৃজনের এক পর্যায়ে ছাত্ররাজনীতির উদ্ভব আমাদের নিজেদের বাঁচার তাগিদে, নিজেদের আত্মপরিচয়ের জন্য। এ জন্য দরকার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ কাঠামোতে রাজনীতি বিষয়ক সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন। কিন্তু সেটা কীভাবে? আমার মতে, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ চালু করা। আর সরকার সমর্থক ছাত্রনেতাদের প্রধান কাজ হওয়া উচিত সাধারণ ছাত্রদের দাবি-দাওয়াগুলো ওপর মহলে পৌঁছে দিয়ে তা কার্যকরের জন্য রাজনীতি চর্চা করা। এভাবে তারা নিজ দলীয় সরকারকে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তুলতে পারে। কিছুদিন আগে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি করেন। আমি একজন ছাত্ররাজনীতির কর্মী হিসেবে কোনোভাবেই তা মেনে নিতে পারি না। এ জন্য দরকার সঠিক মহলের সঠিক সিদ্ধান্ত। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেন এমন একটি সুস্থ ছাত্ররাজনীতি বিষয়ক সংস্কৃতি চালু করে, যা দেশের ১৬ কোটি প্রাণের কল্যাণে হয়– আজকের এই প্রার্থনা এ গাঙেয় ব-দ্বীপের ১৬ কোটি মানুষের।

○ শিক্ষার্থী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়